


Date: 14.03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ananda Bazar Patrika' a Bengali daily dated 14.03.2017, captioned 'অগতির গতি বৃদ্ধাশ্রমেও জুলুমের জাঁতাকল'

The Principal Secretary, Social Welfare Department, Govt of West Bengal is directed to furnish a list of Old Age Homes receiving Government grants. She should also indicate the steps taken to supervise the Old Age Homes in general and those functioning with Government grants. Such report should reach the Commission by 17th April, 2017.



(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt. 14.03.17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.



...hu

অগতির গতি বৃদ্ধাশ্রমেও জুলুমের জাঁতাকল

সুরবেক বিশ্বাস

ছেলে, ছেলের সৌ আর পোষ্যের সঙ্গে মজা করাটে থাকার জায়গা কম পড়ায় মায়ের ত্রিকানা হয় বৃদ্ধাশ্রম। এই হৃদয়হীন বাড়িবড়া ধরা আছে জনপ্রিয় গানো। প্রথ উঠছে, এই রাজ্যের বৃদ্ধাশ্রমগুলিতে প্রবীণেরা নিকৃষ্টাটে থাকতে পারছেন কি?

শ্রী ক্যান্সারের রোগী। স্বামীর বাইপাস সার্জারি হয়েছে। এমন এক বৃদ্ধ দম্পতি চন্দননগরের একটি বৃদ্ধাশ্রমে ঠাই নিয়েছিলেন দু'দফা টাকা জমা দিয়ে। সেই সপ্তে মাসে তাঁদের নিতে হতো ১৫০০ টাকা। কিছু দিন পরে বৃদ্ধাবাদের মালিক

জানান, একসঙ্গে আরও ১০ লক্ষ টাকা নিতে হবে। এক দফায় অত টাকা নিতে না-পারলেও ওই দম্পতি প্রায় ছ'লক্ষ টাকা সেন এবং প্রতি মাসে মাসে ১০ হাজার ৫০০ টাকা নিতে শুরু করেন। অভিযোগ, নতুন হুজি মানেনি বৃদ্ধাশ্রমের মালিক। উল্টে নানা রকম চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। পরে ছমকি নিতে শুরু করেন। ওই দম্পতি শেষ পর্যন্ত সেই বৃদ্ধাশ্রম ছেড়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন গত বছরের অগস্টে। মাসের খরচের বাইরে বৃদ্ধাবাদের মালিককে দেওয়া মোট আট লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ফেরত পাননি তারা।

নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের এক আধিকারিক জানান,

রাজ্যে বৃদ্ধাশ্রমগুলি কী ভাবে চলবে, সেই ব্যাপারে বিবিধক নির্দেশিকা বা নিয়ামক সংস্থা নেই। সেই সূত্রেই বৃদ্ধাশ্রমের কর্তৃপক্ষ প্রবীণদের উপরে কার্যত নিপীড়ন চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে ৬ মার্চ একটি জনস্বার্থ মামলা রুজু হয়েছে। 'প্রবীণ নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ'-এর অধিনে মামলাটি করেছেন বিখিজিং মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমে প্রবীণদের দুর্বশা রুখতে রাজ্য সরকার যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়, সেই নির্দেশ দেওয়ার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সমাজকল্যাণ দফতরের হিসেবে, রাজ্য সরকারি বৃদ্ধাশ্রম মাত্র একটা।

২৯টি বৃদ্ধাশ্রম সরকারি অনুদান পায়। তবে সেগুলি সরকারি ভাবে নথিভুক্ত নয়, খেচ্ছাসেবী সংস্থার নামে নথিভুক্ত। কিন্তু এর বাইরেও চলছে বহু বেসরকারি বৃদ্ধাশ্রম, যার হিসেব কার্যত সরকারের কাছে নেই।

মামলার আবেদনে জানানো হয়েছে, বৃদ্ধাশ্রমগুলি অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণদের দুর্বশার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রবীণদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, চিকিৎসার মতো পরিষেবা দেওয়ার কথা বলে তারা টাকা নেয়। কিন্তু পরে কথার খেলাপ করে। অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। যত্নে একটা টেলিভিশন সেট পর্যন্ত রাখেনা। মুক্তি অন্তিমায়ী টাকা নেওয়ার

পরেও নানা ছুতোর বাড়তি টাকা মাফি করে। কেউ প্রতিগাণ বম্বাশে মুনওম পরিবেশিত হুও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিশ্বজিৎবাবুর আইনজীবী সূরভ বিশ্বাস বলেন, "আমার মতে মামলার আবেদনে বলাছেন, বৃদ্ধাশ্রমগুলি কী ভাবে তৈরি হবে ও চলবে, কী ধরনের পরিষেবা দেবে, সরকার তার মান ঠিক করে দিয়ে নির্দেশিকা জারি করুক।" সেই সপ্তে বিশ্বজিৎবাবুর দাবি, সরকারকেও আরও বেশি সংখ্যায় বৃদ্ধাশ্রম তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। প্রথমে জেলা-স্তরে একটি বৃদ্ধাশ্রম গড়া হোক, যার প্রতিটিতে অন্তত দেড়শো প্রবীণ মানুষ থাকতে পারবেন।